সমকাল

তারিখ 18 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ভুয়া শিক্ষা সনদ

কঠোর পদক্ষেপ চাই

দুর্নীতি নানা ক্ষেত্রে বিচিত্র উপায়ে ছড়াচ্ছে। শিক্ষায় দুর্নীতিতে ক্ষতি অনেক বেশি, কারণ তার প্রতিক্রিয়া ও কুপ্রভাব দীর্ঘস্থায়ী এবং অনেক পরিসরে ব্যাপ্ত হয়। এমনিতে শিক্ষাদান কার্যক্রমে বাণিজ্যিক মুনাফা অর্জনের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখন সরাসরি প্রতারণাও যুক্ত হচ্ছে শিক্ষা সনদ দেওয়ার নামে। ভুয়া সনদ প্রদানকারী প্রতারক প্রতিষ্ঠান সংখ্যায় কম হলেও এর ক্ষতির দিকটি কম নয়। গতকাল সমকালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তদন্তে উদ্ঘাটিত একটি প্রতারণামূলক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে খবর প্রকাশিত হয়েছে, যার শিরোনাম 'বিক্রি হচ্ছে এমফিল পিএইচডি ডিগ্রি!' শিরোনামেই বিষয়টি পরিষ্কার। কমিশন (ইউজিসি) সাধারণত অনুমোদন দেওয়া কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলা করেছে ও ব্যবস্থাও নিয়েছে। এগুলো হচ্ছে নির্দিষ্ট মান রক্ষার শর্তাবলি না মানা, যেমন ন্যূনতম অবকাঠামো না থাকা, উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ ও ক্লাসে পড়ানো ছাড়াই সার্টিফিকেট বিতরণের ব্যবসা প্রভৃতি। আলোচ্য ঘটনাটি সে-ধরনের নয়। এটি তথাকথিত অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমের নামে একটি প্রতারণা। 'ইন্টারন্যাশনাল কালচার ইউনিভার্সিটি (ভার্চুয়াল অ্যান্ড রিসার্চ)' নামের একটি প্রতিষ্ঠান টাকা নিয়ে মাসিক একটি করে সেমিনারে অংশগ্রহণের বিনিময়ে ব্যাচেলর, মাস্টার, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি দিচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি ট্রেড লাইসেন্স পাওয়ার দাবিদার এবং ওয়েবসাইটে বাংলাদেশ সরকার, বিদেশি কিছু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জাতিসংঘের লোগো ও তাদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা প্রচার করছে। এখান থেকে ডিগ্রি নেওয়ারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠানটি ইউজিসির অনুমোদিত নয়। কোনো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বাংলাদেশে ক্যাম্পাস পরিচালনারও অনুমোদনপ্রাপ্ত নয়। অর্থাৎ কোনোভাবেই বিশ্ববিদ্যালয় পদবাচ্য নয়। তবু ইউজিসি তদন্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দিয়েছে এবং এর বেশি ইউজিসির করণীয় না থাকায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হস্তক্ষেপ কাম্য বলে পরামর্শ দিয়েছে। এ ধরনের ভুয়া শিক্ষা সনদের জন্য শুধু প্রতারক প্রতিষ্ঠানই দায়ী নয়, এক শ্রেণির মানুষ জেনে-শুনেই এ রকম সনদ নেয়। তারা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি অথবা চাকরিতে পদোন্নতির জন্য উচ্চশিক্ষার ভুয়া সনদ ব্যবহার করে। সরকারি প্রতিষ্ঠানেও অসাবধানতার কারণে বা দুর্নীতির মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার ভুয়া সনদ দেখিয়ে পদোন্নতি বাগানো সম্ভব হতে পারে। এর ফলে অনুপযুক্ত ও প্রতারক ব্যক্তিদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে যথার্থ সৎ পেশাজীবীরা পিছিয়ে পড়ে এবং পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি দেখা দেয়। তা ছাড়া এ ধরনের প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক শিক্ষাঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে। দেশে শিক্ষা, পেশাগত সততা ও দক্ষতা, প্রকৃত শিক্ষিতদের সুরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি রক্ষার স্বার্থে এই প্রতারকদের কঠোর হাতে দমন করতে হবে।